

সূরা আল-ফাতিহা

- পূর্নাস সূরা রূপে সূরা ফাতিহা প্রথম নাযিল হয় ।
- এই সূরা কোন পারার অংশ নয় । সূরা ফাতিহা কোরানের উপক্রমনিকা বা preface ।
- এই সূরা কোরানের সার সংক্ষেপ । শুধু এই সূরায় ৪০০০ মাসায়েল রয়েছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম)
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

যে কোন কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলা সুন্নত । যে কাজ বিস্মিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকেনা । শুধু কোরান তেলাওয়াতের শুরুতে আ'উযুবিল্লাহুও পড়তে হয় ।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন)
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা ।

এখানে আল্লাহপাকের প্রশংসা করার মাধ্যমে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের ঘোষণা করা হয়েছে ।
রব এর অর্থ : যিনি 'নাই' থেকে সৃষ্টি করেন এবং তার সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন । যিনি সবকিছুর শেষ পরিনতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানেন ।

আলম বা সৃষ্টিজগত : এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্টি যথা - আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জিন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে । এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখিনা সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত ।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি ।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (আর রহমানির রাহিম) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু ।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তার নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বরং তার রহমত ও দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ।

مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ (মালিকি ইয়াওমদিন) যিনি বিচার-দিনের মালিক ।
শাব্দিক অর্থ : তিনি প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি ।

যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত । অর্থাৎ - প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই ।
এ আয়াত ইসলামের আরেক মূল আকীদা কিয়ামত বা পরকালের স্বীকারোক্তি ।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন)
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ।

অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তার লালন পালন ও ভরন-পোষনের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই করেছেন । আর প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবেনা । অতএব এবাদতের যোগ্য কেবল তিনিই এছাড়া অন্য কারো এবাদত করা যাবেনা । আর সার্বিক সাহায্য শুধু তার কাছ থেকেই আসতে পারে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ নয় ।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (ইহ্ দিনাস সিরাতল মুস্তাকিম) -আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ।

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় গুণ ।
হেদায়েতের প্রথম স্তর : আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকূল নিয়ত আল্লাহ্‌র গুণগানে রত ।

দ্বিতীয় স্তর : যারা বিবেকবান বা বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিন জাতি, তাদেরকে নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত পৌঁছান হয়েছে । কেউ একে গ্রহন করে মুমিন হয়েছে আর কেউ প্রত্যাখ্যান করে কাফের-বেদীনে পরিনত হয়েছে ।

তৃতীয় স্তর : এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয় । এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহন করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে ।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
“যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি ।”

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (সিরাতল লাজিনা আন্ আম্তা আলাইহীম)
সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ ।

আল্লাহ্‌ যাদের নেয়ামত দান করেছেন বা অনুগ্রহ করেছেন, তারা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন । অর্থাৎ সেই পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে যে পথে সীমা অতিক্রম করা বা মর্জিমত কাটছাট করে নেওয়ার অবকাশ নেই ।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (গাইরিল মাগদুবি আলইহীম ওয়ালাদ দল্লীন)

তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ।

তাদের উপরই গজব নাজিল হয়েছে যারা (ইহুদীরা) ধর্মের হুকুম আহকামকে বুঝে জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে । আর তারাই পথভ্রষ্ট যারা (নাসারা) সীমালংঘন করে নবীদেরকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে ।

দোয়ার পদ্ধতি : প্রথমে আল্লাহ্র তা'রীফ কর, তাঁর দোয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও । একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরনকারী মনে করোনা । অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর ।

হাদিস : রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই কথা তার চেয়ে অনেক উত্তম ।

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى

তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার দাবী করো না, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী ।

Allah's Messenger (S) said, "When the Imam says: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Then you must say, آمين for if one's utterance of Amin coincides with that of the angels, then his past sins will be forgiven. — Sahih Al-Bukhari.

- আজকের আমল : পিতা মাতার জন্য দোয়া :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সগীরা)-২৪, বনী ইসরাঈল ।

হে পালনকর্তা, আমার পিতামাতার উপর রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন ।

- নামায ও মাসলা : নামাযের ফরজ সমূহ :

শরীর পাক হওয়া - কাপড় পাক হওয়া - জায়গা পাক হওয়া - সতর ঢাকা - ক্লেবলা মুখী হওয়া

ওয়াক্ত মত নামায পড়া - নিয়ত করা - তাকবীরে তাহরীমা - দাঁড়াইয়া নামায পড়া

কোরআন পড়া - রুকু করা - সেজদা করা - শেষ বৈঠকে বসা